জাবাঃ শ্রেষ্ঠাহ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো দতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুপাদস্ততো দ্বিপাৎ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ।
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়শ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মনঃ
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ॥ ৩।২৯।২৮—৩৪

অর্থাৎ অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন পদার্থ, তাহা হইতে বোধশক্তি-যুক্ত, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত, তাহার মধ্যে স্পর্শবেদী, তাহা হইতে রসজ্ঞ, তাহা হইতে শব্দজ্ঞ, তাহা হইতে রূপভেদজ্ঞ, তাহা হইতে মুখের নিম্ন ও ঊর্দ্ধে দন্তশালী, তাহার মধ্যে বহুপদ, তাহা হইতে চতুষ্পদ, তাহা হইতে দ্বিপাৎ (মনুষ্য), তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিটি বর্ণ শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যেও বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞ হইতেও বেদতাৎপর্য্যাভিজ্ঞ অধিক শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতেও সংশয়চ্ছেত্তা, তাহা হইতে স্বধর্ম্ম আচরণশীল শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে নিষ্কামভাবে ধর্ম্ম আচরণকারী শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও যে জন জ্ঞানাদি সাধনের প্রতি আদর না রাখিয়া অশেষ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল আমাতে অর্পণ করেন, সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠ। হে মঙ্গলমূর্ত্তি জননি ! যে জন আমাতে সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া নিজ দেহের ভরণ-পোষণাদিজন্য কোন চিন্তা না রাখিয়া সর্ব্বদা আপনাকে ভগবদধীন-ভাবনায় অন্য কোনও কর্ম্ম না করিয়া একমাত্র ভগবান্ যে আমি, সেই আমাকেই ভক্তি করেন এবং সর্ব্বভূতে ভগবদধিষ্ঠান বোধে নিজের মত হিতকামনা করেন, সেই ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী কাহাকেও দেখি না।

এই প্রমাণে দেহধারী জীবগণের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ অনুসারে উত্তম কনিষ্ঠাদি ভেদ প্রদর্শন করানোই ভগবান্ কপিলদেবের অভিপ্রায়। সেই অভিপ্রায়ের মর্ম্ম এই যে—সকল প্রাণী হইতে আমার ভক্তগণের প্রতি বহুল আদর করা অবশ্যকর্ত্তব্য। অন্য সাধারণ প্রাণীর প্রতি যথাযোগ্য